Re. 2.00
মূল্য ঃ ২ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : V Issue :X,15th January ,201৫7 পৌষ ,১৪২৩,বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/ 46375

আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য

আর্বিভাব - ১২ই জানুয়ারী - ১৮৬৩
তিরোভাব - ৪ঠা জুলাই - ১৯০২

ইংরাজী শুভ নববর্ষ ২০১৭ সকল সদস্য ও সদস্যাদের জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা

রায়নগর, বাঁশদ্রোণী শাখা অফিসে শারদীয় মিলন উৎসবে সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি সুভাষচন্দ্রের শ্রদ্ধাঞ্জলি

স্বামী বিবেকানন্দের বহুমুখী প্রতিভার ব্যাখ্যা করা বড় কঠিন। আমার সময়ের ছাত্রসমাজ স্বামীজীর রচনা ও বক্তৃতার দ্বারা যেরূপ প্রভাবিত হইয়াছিল, সেরূপ আর কাহারো দ্বারা হয় নাই — তিনি যেন সম্পূর্ণভাবে তাহাদের আশা ও আকাঙ্খাকে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের সহিত একযোগে না দেখিলে স্বামীজীকে যথার্থভাবে বিচার করা যাইবে না। স্বামীজীর বাণীর মধ্যে দিয়াই বর্তমান মুক্তি-আন্দোলনের ভিত্তি গঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষকে যদি স্বাধীন হইতে হয়, তবে তাহাকে হিন্দুধর্ম বা ইসলামের বিশেষ আবাসভূমি হইলে চলিবে না - তাহাকে জাতীয়তার আদর্শে অনুপ্রাণিত বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের একত্র বাসভূমি হইতে হইবে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যে বাণী-ধর্মসমন্বয়, তাহা ভারতবাসীকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতে হইবে।

স্বামীজী দুইটি জিনিসের উপরে জোর দিতেন - ত্যাগ ও চরিত্রগঠন। ত্যাগ ব্যতীত কোন উপলব্ধিই সম্ভব নয়। ভারতবর্ষে মহাপুরুষের অভাব নাই — ভারতে এমন সব প্রভাবশালী ব্যক্তির উদ্ভব হইয়াছে, যাঁহারা অন্য দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সমকক্ষ। যাহা অতি প্রয়োজনীয়, তাহা এই — জনসাধারণের চিত্তের উদ্বোধন চাই। এইজন্যই স্বামীজী বলিতেন ঃ "মানুষ গড়াই আমার কাজ।"

স্বামীজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের, ধর্ম ও বিজ্ঞানের, অতীত ও বর্তমানের সমন্বয় করিয়াছিলেন, তাই তিনি মহান। তাঁহার শিক্ষায় দেশবাসী অভূতপূর্ব আত্মসম্মান, আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রতিষ্ঠার বোধ লাভ করিয়াছে।

"যুগদিশারী বিবেকানন্দ" পুস্তক থেকে সংগৃহীত।

"দিবাস্বপ্ন"

তুষার পঞ্চানন

খেয়ে উঠেই বিলটু পড়তে বসলো। গজগজ করতে করতে সন্ধ্যায় ইংরাজী স্যারের পড়াটা দেখতে থাকলো। সমানে হাই উঠছে। আজ রবিবার। তবুও বিশ্রাম নেই। আজ চারটে টিউশন। সেই ভোর পাঁচটায় উঠেছে। আজ স্কুল নেই। দুপুরে মাংস ভাত খেয়ে পড়তে বসেছে। ওঃ শুধু পরীক্ষা আর পরীক্ষা। এইতো কয়েকদিন ধরে প্রজেক্ট তৈরী করার জন্য সমানে ছোটাছুটি করতে হল। ইন্টারনেট থেকে ছবি বার করে সেগুলো পেষ্ট করতে হ'লো আর লিখতে আঙুল ব্যথা হয়ে গেল, তবুও রেহাই নেই। আচ্ছা এই পরীক্ষাগুলো না থাকলে কি ক্ষতি হত। প্রাইমারীতে তো এত পরীক্ষা দিতে হয়নি। সবাই খালি বলবে এখন একটু কষ্ট কর, সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা। এই মাধ্যমিক আর তারপর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ভাল করতেই হবে। তবেই ভবিষ্যত উজ্জ্বল। এখন কোন বিশ্রাম নেই, শুধু পড়া আর পড়া। সে ভাবছে আর ঢুলছে। ঢুলছে আর ভাবছে .... সে দেখলো, একদল ছেলে মেয়ে হৈ হৈ করে যাচ্ছে, তাকে বললো, এসো মাঠে যাই। এখনতো খেলার সময়। সন্ধ্যা পর্যন্ত খেলতো। বিল্টুজানতে চাইলো, সন্ধ্যা বেলায় টিউশনে যাবে না। টিউশন? তারা হেসে বললো, সে তো প্রাগৈতিহাসিক ব্যাপার। শুনেছি আগে ছেলে মেয়েরা টিউশনিতে যেতো। এখন তো বাড়ীতেও খুব বেশী পড়তে হয়না। স্কুলেই প্রায় সব পড়া হয়ে যায়। স্যার ক্লাসে এসে পড়া বুঝিয়ে দেন। আমরা ক্লাসে চার-পাঁচ জন করে গ্রুপ হয়ে যাই। স্যার আমাদের প্রশ্ন করলে আমরা আলোচনা করে উত্তর দিই। সেই ভাবেই আমরা বিভিন্ন বিষয়ে খাতায় উত্তর লিখি। বিলটু জিজ্ঞাসা করে, পরীক্ষার সময় কী হয়? তারা বললো, এখন স্কুলে, কলেজে রোজ সাতটি বিষয় পড়ানো হয়, সাতটি পিরিয়ডে। প্রতি শনিবার সপ্তাহের পড়াশুনার মূল্যায়ন হয়। স্যার ক্লাসে এসে বিষয়টির প্রশ্ন দেন, আমরা বই দেখে উত্তর খুঁজে লিখে দিই। প্রশ্ন অনেক বেশী থাকে। দেরী করলে সব প্রশ্নের উত্তর লেখা যায় না। আমরা বাড়ী থেকে বই ভাল ভাবে পড়ে যাই। কাজেই উত্তর খুঁজতে দেরী হয়না। ঘন্টা পড়লে স্যারকে খাতা জমা দেই। স্যার খাতা দেখে পরে ফেরৎ দেন। বার্ষিক পরীক্ষাও এই ভাবে চলে। সবাই পরবর্তী ক্লাসে উত্তীর্ণ হয়। শংসাপত্রে সবার মূল্যায়ণ লিপিবদ্ধ থাকে। স্কুলের ও কলেজের শেষ পরীক্ষার পর শংসাপত্রে কোন কোন বিষয়ে পড়ানো হয়েছে এবং তার তার মূল্যায়নের ফল লিপিবদ্ধ থাকে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সেই বিষয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হয়। চাকুরি ক্ষেত্রেও কর্মকর্তা কর্মপ্রার্থীদের অধীত বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করে এবং উপযুক্ত প্রার্থীদের নিয়োগ করেন। এইভাবে দেশ থেকে পরীক্ষার তাড়না একেবারে দূর হয়ে গেছে। সবাই মনের আনন্দে বাড়ীতে স্কুলে এবং কলেজে পড়াশুনা করছে। কাউকে মোটা ব্যাগের বোঝা বইতে হচ্ছে না। ইঁদুর দৌড় নেই। ছাত্র ছাত্রীরা কেউ কাউকে হিংসা করে না। সবাই বন্ধু। একসঙ্গে পড়ছে, খেলতে যাচ্ছে। সবাই চাকরি পাচ্ছে, তা নয়। তবে কোথাও কোন দুর্নীতির খবর নেই। বিলটু ভাবে, কি মজা, কি মজা, দিন রাত পড়া, টিউশনি ছোটা এসব কিছুই নেই। ভারী মজা —

এই বিলটু বিলটু। বই খুলে বুকের ওপর রেখে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমাচ্ছে। ওঠ, এই বিলটু। বাবার ধাক্কায় বিলটুর ঘুম ভেঙে যায়। সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। বাবা আমায় তাড়া দেন। কিরে ওঠ, দেরী হয়ে যাবে। বিলটু বিস্ময়ে চারিদিকে তাকায়। এতক্ষণ তাহলে সে স্বপ্ন দেখছিল। আহা এমন স্বপ্ন যদি সত্যি হতো। কি মজাই না হ'তো। বাবা আবার তাড়া দেন বিলটু লাফিয়ে ওঠে। এরপর পড়তে যেতে দেরী হয়ে যাবে। এখনই ছুটতে হবে।

সন্তরন

মৃণাল দত্ত

সময়ের শরীরে থাকে রঙীন আলখাল্লা
কালের ঘূর্ণিপাকে রঙ বদলে পটু মানুষ
হালুম শব্দ করে শ্রীনাথ বহুরূপী যেমন
ঔপনিবেশিক হিংস্রতার বিরুদ্ধ সংগ্রামে
গিরগিটি মানুষেরা নতজানু হয়েছিল স্বদেশী ছদ্মবেশী
সময়ের বিপ্রতীপে তারাই আজ
দেশপ্রেমের বংশীবাদক
শেখায় সাদা টাকা কালো টাকার

ইতিহাস ভূগোল
রাজা জানে না
রানী জানে না
প্রকৃত মানুষ জানে
সাঁতারের আগে
জানতে হয় জলের অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ।

।। কিন্তু, তবু ।।

পুতুল মৈত্র

অফিসে যেতে যেতে
প্রায়ই দেখি
অথচ —
চলে যাই।
একই খুঁটিতে বাঁধা গুটি কয়েক পাঁঠা
কসাইয়ের দোকানে।
কোনরকমে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে
তথাপি —
একটি পাতাকে ছিঁড়ে খাচ্ছে
কাড়াকাড়িকরে।
আর —
তৃপ্তি ভরে চেয়ে আছে জুলজুল করে —
হায়রে অবোধ পশু।
একটু পরেই মালিকের আঘাত
পড়বে ঘারে, বইবে রক্তগঙ্গা।
কিন্তু তবু —
মৃত্যুর আগে —
ওরা চায় না
একটু একতা।।

———

আমরা নিরপেক্ষ নই

বিমল চ্যাটার্জী (প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি)

ডাঃ হেনরী নর্মান বেথুন এক মহান মানবতাবাদী, বিশ্বের জনগণের কল্যাণে তাঁর যে কর্মধারা, সেই কর্মকাণ্ডই আমাদের আলোর দিশারী। তিনি ছিলেন সর্বহারা সংস্কৃতি ও মতাদর্শে দিক্ষিত। মহত্তম জীবনের সন্ধানে এক একনিষ্ঠ পথিক। এই কালজয়ী মহান ব্যক্তিত্বের নামাঙ্কিত আমাদের বেথুন ইন্সটিটিউট অফ জেরিয়াট্রিকস্ রিসার্চ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার।

ডাঃ বেথুনের কর্মধারার মধ্য দিয়ে যে মতাদর্শ প্রতিফলিত তা হল প্রতিটি চিকিৎসকই হওয়া উচিত দরিদ্র মানুষের বন্ধু, তিনি বিশ্বাস করতেন, মুমূর্ষ মানুষের প্রয়োজনে চিকিৎসকই যাবেন রোগীর কাছে। চিকিৎসক হিসাবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। একজন বড়মাপের শল্য চিকিৎসক মানব কল্যাণে নিজের উপর পরীক্ষিত যক্ষা রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার করেন এবং তদসংক্রান্ত যাবতীয় শল্য চিকিৎসার সরঞ্জাম ও রক্ত সংরক্ষণ এবং সঞ্চালনার পদ্ধতি আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে বিশ্বে এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

বেথুন ছিলেন গণতন্ত্রের পক্ষে এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এক অগ্রনী যোদ্ধা। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন আপোসহীন যোদ্ধা এবং যুদ্ধরত অবস্থাতে তাঁর জীবনযাপন ঘটে। উপরোক্ত আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বেথুন ইন্সটিটিউটের প্রতিষ্ঠা। সেইজন্য আমরাও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক আদর্শের পক্ষে। আমরা শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে এবং শোষিত জনগণের সংগ্রামের পক্ষে। আমরা ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ধর্মীয় আচরণের স্বাধীনতার পক্ষে এবং আমরা জাতপাত ধর্মীয় কুসংস্কারের এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। আমরা নৈরাজ্যবাদী ও সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে সন্ত্রাসবাদের বিপক্ষে। আমরা শান্তি ও গণতন্ত্রের পক্ষে, স্বৈরতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিপক্ষে। আমরা শান্তি ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক কার্যধারার পক্ষে, অগণতান্ত্রিক, ব্যক্তি হত্যার ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার বিরুদ্ধে। মানুষের জীবনে একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য

বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা স্বাস্থ্য, পানীয় জল, রাস্তা, আলো ও স্বাধীনতা প্রত্যেক মানুষের মৌলিক অধিকারের পক্ষে। এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ষড়যন্ত্রমূলক কাজের বিরুদ্ধে।

সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে এবং ব্যক্তি স্বার্থে নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব এবং আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের ভোগ বিলাসের বিরুদ্ধে সহনশীল ও সহযোগীতামূলক মনোভাব যা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারও শান্তিসুরক্ষিত করার পক্ষে। যে কোন পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যার আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পক্ষে এবং সমাজ সেবার নামে যে কোন ধরনের স্বার্থসন্ধানীদের বিরুদ্ধে।

ডাঃ হেনরী নর্মান বেথুন যে আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন আমরা সেই আদর্শের অনুপ্রেরণার মহত্তম জীবন অর্জনের সাধনায় নিজেদের নিয়োজিত করে চলার চেষ্টা করছি।

পূনঃ মুদ্রিত-

নতুন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোপ জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে, তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে — তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে, আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না, এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পদ। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার-বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শক্তি, এত প্রীতি, এত ভালোবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম।

— স্বামী বিবেকানন্দ

-ঃ সম্পাদকীয় ঃ-

প্রিয় সাথী ও বন্ধুগণ, শুভেচ্ছা জানাই, আশাকরি, পরিবার পরিজনসহ, সকলে কুশলে আছেন, ৮ নভেম্বর, ২০১৬ আমাদের দেশের ইতিহাসে নিশ্চয়ই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ঐদিন মধ্যরাত্রি থেকে বিগত বছরের শেষ দিনের মধ্যে (৫৩তম দিন) বিমুদ্রাকরণজনিত ক্লেশের মধ্যে অবসান নিশ্চয়ই হয়েছে এবং আমরা আম-জনতা অবশ্যই "আচ্ছে দিন" পেয়ে গেছি! সুদিনের ফল আপনারা ভোগ করছেন তো?

বছরের শেষ দিনে আমাদের প্রধানমন্ত্রী কিছু প্রসাদ বিতরণ করেছেন। বয়স্করাও বাদ যায়নি। তারা দশ বছরের জন্য ৭.৫ লক্ষ পর্যন্ত টাকা জমা রাখলে ৮ শতাংশ সুদ পাবেন, দশ বছর সময় সীমাটা প্রবীণদের পক্ষে সহায়ক কী?

২০১৬তে দেশ বিদেশের অনেক গন্যমান্য জনকে আমরা হারিয়েছি, হারিয়েছি আমাদের সংস্থার অনেক সদস্যকে তাদের প্রত্যেককে আমাদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। দশম শিখগুরু গোবিন্দ সিংয়ের ৩৫০তম জন্ম বার্ষিকীতে তাকেঅন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই।

২০১৭সাল সবার জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসুক, ভাল থাকুন।

-ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ-

সংস্থার সদস্যদের বিনোদনের লক্ষ্যে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৭ (বুধবার) বজবজের সন্নিকটে পূজালীতে গঙ্গার পাড়ে পিকনিকের আয়োজন করা হয়েছে। ইচ্ছুক সদস্যদের আগামী ৩০ জানুয়ারী, ২০১৭ এর মধ্যে নাম নথিভুক্ত করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে —

পেলব মুখার্জী

সভাপতি

Printed by Intergraphics, Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Intergraphics 1/15A, Prince Gulam Md. Road, Kolkata - 700 026 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.
E-mail- bethune.geriatrics@gmail.com.Website : bethunegeriatrics.in